ADMINISTRATIVE STRUCTURES OF THE CHOLAS

Presented by
Chandrani Ray
SACT
Jhargram Raj College

INTRODUCTION

দক্ষিণ ভারতের পেন্নার ও ভেল্লার নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল চোলদের আদি বাসস্থান। বর্তমান তামিলদের পূর্বপুরুষ ছিলেন চোলরা।খ্রীঃ দ্বিতীয় শতকে কারিকলের নেতৃত্বে চোলদের উত্থান ঘটলেও প্রতিদ্বন্দ্বী চের,পাণ্ড্য বা পল্লবদের দাপটে নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়।এরপর খ্রীঃ নবম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে তারা বিজয়ালয়ের নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতে শ্রেষ্ঠ শক্তি হয়ে উঠতে শুরু করে।

MAP OF CHOLA EMPIRE

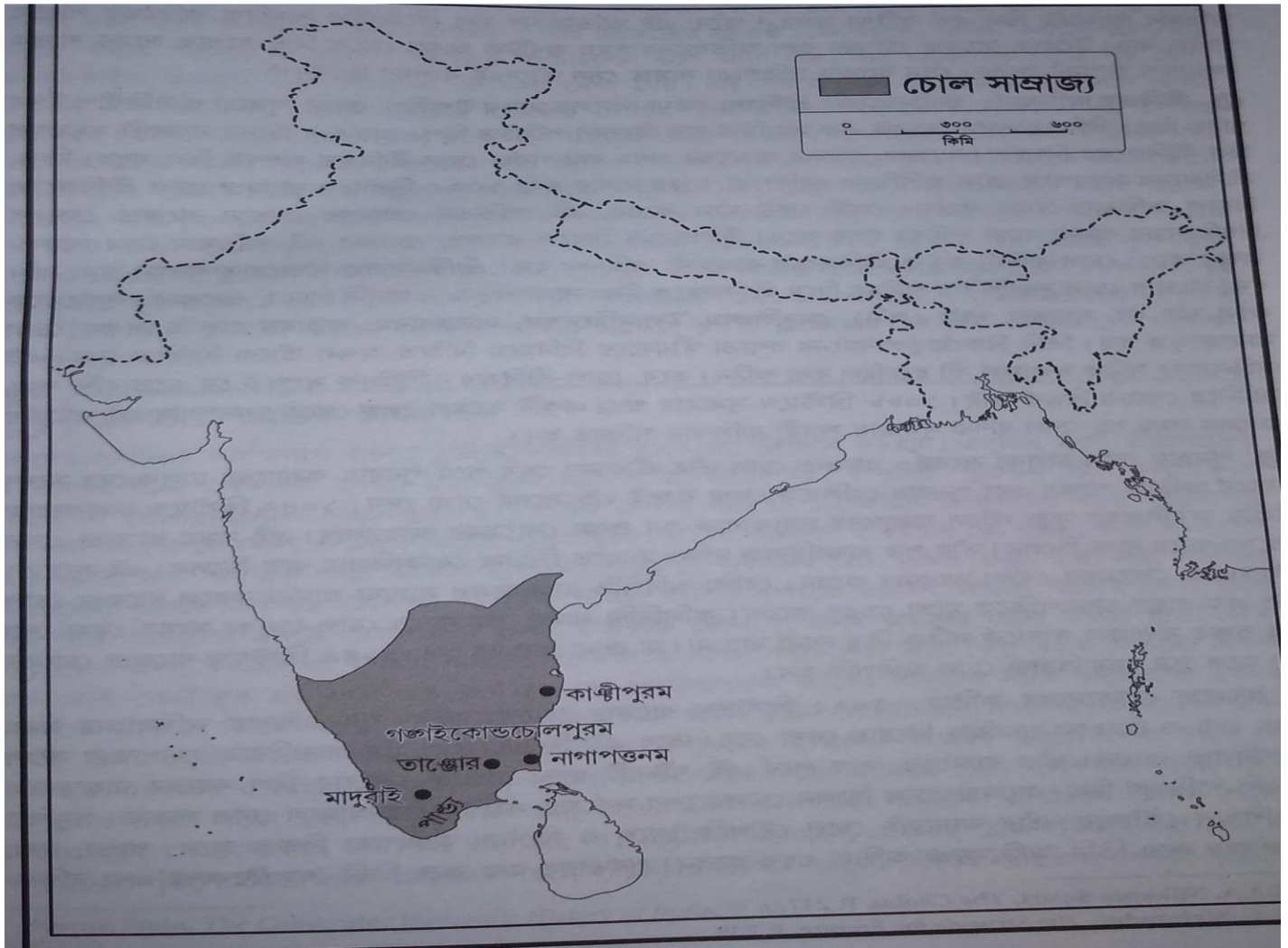

SOURCES OF CHOLA HISTORY

- মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকা
- অশোকের লেখ
- টলেমির ‘জিওগ্রাফিকে হিফেগেসিস’
- পেরিপ্লাস অফ দ্য ইরিথ্রিয়ান সি(অজ্ঞাত লেখক)
- সিংহলীয় গ্রন্থ ‘কুলবংশ’

উপরিউক্ত উপাদানগুলির ভিত্তিতে চোলদের সামগ্রিক ইতিহাস জানা যায়।

ADMINISTRATIVE SYSTEM

রাজনৈতিক কৃতিত্ব, সামুদ্রিক কার্যকলাপের সাফল্যের পাশাপাশি চোলদের প্রশাসনিক কাঠামোতেও ছিল নিজস্ব পারদর্শিতা। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ওপর গুরুত্ব আরোপ না করে চোলরা প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা ও স্বায়ত্ব শাসনব্যবস্থার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন।

- **চোল কেন্দ্রীয় শাসন:-**

1. রাজা
2. আমলাতন্ত্র
3. রাজস্ব বিভাগ
4. সামরিক বিভাগ
5. বিচার বিভাগ

ADMINISTRATIVE SYSTEM

রাজা:-

- রাজা ছিলেন শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীয় চরিত্র।
- যুদ্ধ ও শান্তি উভয় পরিস্থিতিতে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক।
- বিচার ও শাসনের ক্ষেত্রে তিনি সর্বেসর্বা।
- তিনি আইনপ্রণেতা নন।
- তাঁকে সাহায্য করতেন যুবরাজ।
- উভয়ে যুগ্মভাবে রাজ্য পরিচালনা করতেন।
- রাজা প্রয়োজনে রাজধানী পরিবর্তন করতেন।

ADMINISTRATIVE SYSTEM

- **রাজার নাম** **রাজধানীর নাম**

1. বিজয়ালয় 1.তাঞ্জোর
2. প্রথম রাজরাজ 2. কাঞ্চী (দ্বিতীয় রাজধানী)
3. রাজেন্দ্র চোল 3.ত্রিচিনাপল্লী ও গঙ্গোইকোণ্ড চোলপুরম

- **আমলাতন্ত্র:-**
- চোল লেখ থেকে মন্ত্রীর নাম ও একশ্রেণীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কথা জানা যায়।
- প্রশাসনিক কাঠামো – (i) উচ্চপদস্থ – পেরুনদনম্

(ii) নিম্নপদস্থ- সিরুদনম্

ADMINISTRATIVE SYSTEM

- সমস্ত ধরণের রাজকর্মচারীদের বলা হত ‘আদি কারিগল’ বা ‘কর্মিগল’ বা ‘পজিমক্কল’ |
- রাজার ঘনিষ্ঠ কর্মচারীদের উদানকুট্টম (Udanakuttam) বলা হত।
- চোল সেনপতি পদে 'সিরুদনগুপ-পেরুনদনম্’ নামে মধ্যবর্তী স্থানীয় পদমর্যাদার লোক নিয়োগ করা হত।
- যোগ্যতার ভিত্তিতে এই নিয়োগ চালু হলেও ক্রমে তা বংশানুক্রমিক পদে পরিণত হয়।
- পেরুনদনম্ বা সিরুদনম্ পদে কোন নির্ধারিত বেতনক্রম ছিলো না।
- তাদের নির্দিষ্ট অঞ্চলের রাজস্ব ভোগ করার অধিকার দেওয়া হত।

ADMINISTRATIVE SYSTEM

- **রাজস্ব বিভাগ:-**
- চোল রাষ্ট্রীয় রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল ভূমিকর। তা নগদ অর্থ বা উৎপন্ন ফসলের (⅓ অংশ) মাধ্যমে দেওয়া হত।
- আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য,খেয়া পারাপার,খনি,বন,নগরের প্রবেশদ্বারে দেয় কর (চুঙ্গি) আদায় করা হত।
- যুদ্ধের প্রয়োজন বা মন্দির নির্মাণে স্বতন্ত্র কর ধার্য করা হত।
- বিশেষ পরিস্থিতিতে কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হত।

ADMINISTRATIVE SYSTEM

- **সামরিক বিভাগ:-**
- দুটি বিভাগ- (i)সেনা বিভাগ
  (ii) নৌ বিভাগ
- দুটি বিভাগেরই প্রধান ছিলেন রাজা।
- **সেনা বাহিনীর** বিভাগগুলি হল- ১.তিরন্দাজ বাহিনী
  ২.হস্তী বাহিনী
  ৩. অশ্বারোহী বাহিনী
  ৪.পদাতিক বাহিনী
  ৫. অসি বাহিনী
- সেনাবাহিনীর প্রধানকে বলা হত মহাদণ্ডনায়ক।
- সেনাদের থাকার দুর্গগুলিকে বলা হত কড়গম।
- রাজরাজ চোল ও রাজেন্দ্র চোলের আমলে দক্ষ ও সুসংগঠিত **নৌ বাহিনী** গড়ে ওঠে।

ADMINISTRATIVE SYSTEM

- **বিচার বিভাগ:-**
- স্থানীয় আদালতে বিচারের কাজ হত।
- কেন্দ্রীয় আদালতকে বলা হত ‘ধর্মাসন’ |
- কেন্দ্রীয় আদালতের ব্রাহ্মণ বিচারককে বলা হত ‘ধর্মাসন-ভট্ট’ |
- রাজদ্রোহের বিচার করতেন রাজা স্বয়ং।
- চোল আমলে বিচার ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর ছিল।